বিশ্ব মণ্ডল

.....

১৯৯১

ছেলেটা চৌহদ্দির বাইরে চলে গিয়েছে—এরকম অভিযোগ মাতৃস্থানীয় আত্মীয় বা অনাত্মীয়ের কাছে শুনেছি ; জেনেছি এমন ভাবপ্রকাশ রসবোধের উপভোক্তা মাত্রেই সম্ভব ; তখনি উষ্ণ আবেগ তরঙ্গায়িত, 'ব্যবহারিক' ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় প্রস্ফুটিত।

জন্মের কারণেই এই পীড়ন বা উৎপীড়ন ও তার মনোকেন্দ্রিক রসালাপ / বা পরিণতি !

আমার ভাবমূর্তি 'ভালমানুষ'—এরকম হাস্যকর পরিচয় ; হয়ত জেনেছি এ-সহজতম উপলব্ধি অন্যথায় সর্বদাই জটিল কাজেকর্মে নিয়োজিত হওয়া ; অসম্ভব বটে ! বন্ধুত্ব হয়ত আনুগত্য নয় ; জায়গায় জায়গায় আমার ব্যবহার ; 'অনুগত' যা মূলত আর একজন বন্ধুর, এ-সময়, মুহূর্তে মানুষের ব্যবহারিক 'সৌন্দর্য'—বিষয়ক মন্তব্যে·····

দিনযাপনের ক্লান্তি-শেষে, অথবা শুরুতে 'ক্লান্তি'—শব্দের পুনরাবৃত্তিতে, হয়ত আমি বা আমার সম-সাময়িক নাগরিকবৃন্দদের একই অভিজ্ঞতা, বড়ই বেদনাদায়ক, ভাব এমনই দুঃসাহসী, বেপরোয়া অথবা উপরোক্ত যোগ্যতা থেকে তাঁরা বঞ্চিত।

তবে তো আমরা হাস্যকর ? বা বুদ্ধিমান ?

চৌহদ্দী পীড়ন-উৎপীড়ন সৌন্দর্য অনুগত ভালমানুষ ক্লান্তি···

জানিনা, ভাবি না ইত্যাদি শব্দের ঘন-ঘন ব্যবহারে সময় যেমত বিস্ময়ের অভ্যন্তরে অথবা প্রকাশের সক্ষমতায় অতিবাহিত, বা রোমাঞ্চিত মুহূর্তটিতে—মরুভূমির প্রান্তভূমিতে দাঁড়িয়ে যেমত বিস্ফারিত চক্ষু—দৃশ্যত বহুল প্রচারিত মেঘের আস্তরণে—সেই অনুভূতিসচল মুহূর্তটিতে, আমি, আমরা, প্রত্যেকে··· ।

তোদের এই ভেঙে পড়ার কারণগুলো আমি একেবারেই বুঝি না, এ-গুলো সহজ করে নিতে হয়, 'প্রেম আসলে মজার ব্যাপার, এই ছাখ না আমায় ;

আগামীকাল সজলের বাড়ি যাব—প্রেম-প্রেম ভাব করে, সময়কে নিংড়ে নিয়ে, উত্তেজনায় বা অনুত্তেজনায় পুনরায় আমি আমার প্রবহমান পথে ভেসে বেড়াব, যদি বলিস জৈবিক-ক্ষুধা তাহলে আমার কাছে অর্থ হয় 'কনট্রাক্ট' ব্যতীত অন্য-কিছু নয়, যেমন তোদের যে কারণেই হোক, যা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এমনটিও তো হতে পারে? মনের কোন বিষয় নয়। একটু দুঃসাহসিক, বেপরোয়া হতে হয়, 'ন্যাকা' লোকের কর্ম নয়, আমাকে শেখাস না আমি সোশিওলজির ছাত্রী, পথে ঘাটে কুকুর-কুকুরি···কখনও কি মনে হয়নি আমরা মানুষ বলে খুব একটা কিছু আলাদা নয়। যাই হোক মনে কষ্ট দিয়ে জীবনের অন্যান্য প্রাপ্তিগুলোকে খোয়াবার কোন মানে হয় না।'

যুদ্ধ কোন নতুন ঘটনা নয়, ছিল, আছে···এই বস্তুপৃথিবীতে শাসক বা শোষিত শ্রেণীর যে কোন লক্ষ্যই কার্যকরী করা, যে কোন মূল্যে, আমরা মানুষেরা ধ্বংস করার পূর্ণক্ষমতাকে আরোপ করিতে বদ্ধপরিকর! আমরা এগিয়ে চলেছি!

আপনি আছেন, আপনার সত্তায়, বৈশিষ্ট্যে সর্বদাই যেমত, যেমনটি ভাবা হয়ে থাকে সেমত হয়ত নয় অথবা হয়ত···এবং অতিবাহিত সময়ে আপনি, আপনার অবস্থানকে কেন্দ্র করে, সংশয়ে হয়ত কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, প্রকাশ থাকুক এ সময় সীমায় 'পাগল' আখ্যানমূলক ভয়ঙ্কর জীবনলিপি অপেক্ষমান।

বিধ চল দুপুর-দুপুর বেরিয়ে পড়ি, ঝলমলে রোদ্দুর, চল যাই ঘরের বাইরে, ঘর ও বাইরের ভাবপ্রকাশ সচেতন মাত্রেই উপলব্ধি করেছেন।

দূরত্ব—ময়দান, কলকাতা—৩০০, কুচকাওয়াজ, উপসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধ, জীবন যেরকম—আনন্দ অথবা দুর্বিষহ উভয়ই বর্তমান।

'অপরাধমূলক গেঞ্জি পরে জয়দীপ সান্যাল ওরফে খোকন পার্ক স্ট্রিটের নাভিতে পা রাখল। লরেটো-কিশোরীদের সান্ধ্য-চিতাবাঘ হয়ে বেরিয়ে এল তার হোণ্ডা মোটরবাইক ওনিডা টিভির পর্দা ফুঁড়ে হাতে-হাতে উঠে এল থামস-আপ, তামাম চৌরঙ্গী তখন নিওন আলোর বাবলগাম। উজ্জ্বল পার্ক স্ট্রিট তখন হিপ পকেটে চে-র ডাইরির সুদৃশ্য পেপারব্যাক। এ-ও এক বাস্তবতা গর্ভিনী পরিচারিকার হাতে ফরাসি সেন্টের শিশির মতো।

বলা বাহুল্য খোকন এবং খোকনের পর্যবেক্ষক দুজনেই গিনিপিগ। এই দুজনকে যে লক্ষ করছে ওনিডা টিভির শয়তান—সেও গিনিপিগ।

খোলা আকাশের নীচে চলছে মনোবিজ্ঞানীদের লাগাতার ক্যুইজ কনটেস্ট। 'খোকন বাড়ি ফিরতে রাত করিস না বাবা'—এই উক্তিটি কার ?'

তার সেই বিরল হাসি আমাকে মুগ্ধ করেছিল, মানুষের স্বভাবসুলভ স্রোতের প্রতিই আমি আগ্রহী। আমার কোন দক্ষতা নেই। কোন কিছু প্রাপ্তির বিনিময়ে নিজেকে ব্যবহার করা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ আচরণ। আমার সমস্যার কথা জানতে চাওয়া হলে বাকরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকায় ; ভাবা হয়নি কখনও যে কারণে আমি কখন কোন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করতে পারিনি···তাদের সমস্যায় জর্জরিত, সমস্যার গল্পে, বিজ্ঞাপনে আন্দোলনের নানারকম কর্মসূচিতে লিপ্ত হওয়ার প্রেরণা—এমন কি ভাবা আমার ক্ষেত্রে অসম্ভব প্রায় !

গোটা শরীর আগুন নিয়েও বধূটি নিজেকে রক্ষা করার জন্য ছুটে বেরিয়ে এসেছিলেন কিন্তু না তাঁর প্রাণ গিয়েছে। পুরুষটি নির্বিকার। হয়ত নয়, হয়ত বা যে তিনি, পুরুষটি অক্ষম, সন্দেহপ্রবণ—তাঁদের একমাত্র সন্তানের জন্মকেও অস্বীকার করেছিলেন।

হয়ত বা এভাবেই আমাদের আপলিফটমেণ্ট হচ্ছে, ঘটনা পরম্পরায়, জটিল জীবন-যন্ত্রণায়।

১৩ মার্চ। আজ ৩৩টি জন্মদিন শেষে আরও একবার জন্মদিনের প্রসঙ্গে বলি, আমার মতো এক মন্যপ, হতাশাগ্রস্ত সন্তানকেও জন্ম দিতে হয়েছিল ! জন্মদিনে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারিনি, হায় জন্মদিন উদযাপন !

বেঁচে আছি—এ বোধ ক্রমশ আমাকে আক্রান্ত করে বরং আমার মৃত্যু হয়েছে এ ভাবনা আমাকে তৃপ্ত করে।

.....

বড় বেশিরকমের আঁধার করে আছে। এই শীত বাতাস, যেন কোথাও প্রত্যাশা রয়ে গেছে। যদি বা বলি সে ইচ্ছা। এখানে প্রাপ্তিযোগের বিষয় প্রচ্ছন্ন থাকে।

ছেলেটা চৌহদ্দির বাইরে···
চলে গিয়েছে ছেলেটা
চৌহদ্দির বাইরে
বাইরে···